শেক্ জৈহাদ্দিন সাহেবের নিকট আমি ধর্ম্মার্থ যুদ্ধসঙ্কল্পের কথা লিখিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমার পত্রের একপার্শ্বে এই উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন—'এতদ্দ্বারা আবুল গাজি তাইমুরকে (ঈশ্বর তাঁহার সহায় হউন) জানান যাইতেছে যে, এই ধর্ম্মকার্য্যের জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে ইহকালে ও পরকালে বিশেষরূপ পুরস্কৃত করিবেন, এবং তিনি নির্ব্বিঘ্নে বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবেন।' তিনি আমাকে একখানি বৃহৎ তরবারি পাঠাইলেন, আমি তাহাই আমার রাজদণ্ডস্বরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলাম।"

উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যায়, তাইমুর রত্নলোভে দিগ্‌দেশ জয় করিয়া বেড়ান নাই,—তিনি প্রচারক ও ধর্ম্মযাজকের বেশে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি গুরুর আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া ধর্ম্মোদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন,—তিনি ভারতবর্ষের রত্নভাণ্ডারের প্রতি গৃধ্রবৎ লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া এই দেশকে গ্রাস করিতে আইসেন নাই। ধর্ম্মবিশ্বাস উন্মত্তকে শ্রদ্ধাস্পদ করে, বর্ব্বরের মস্তকে সম্ভ্রমের উষ্ণীষ বাঁধিয়া দেয়। আমাদের নিরীহদেশ অন্ধ ধর্ম্মপ্রচারকগণের হস্তে বারংবার বিড়ম্বিত হইয়াছে, তথাপি অকপট বিশ্বাসের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব না হইয়া যায় না।

রুষের পরদেশের প্রতি লোলুপদৃষ্টি ঘৃণার উদ্রেক করে। স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় হৃদয়ের উচ্চ ভাবগুলি শুষ্ক হয়,—কপটতা ন্যায়ের ছদ্মবেশ পরিয়া প্রতারণা করিয়া যায়, এবং কোন উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখা অসম্ভব হয়। ধর্ম্মের অন্ধতা শুধু ফলাফলের হিসাবে তুল্য বা অধিকতর অনিষ্টকর হইলেও, উহাতে মানুষের উন্নত ভাবগুলিকে সতেজ ও পরিপুষ্ট করিয়া আদর্শকে সমুজ্জ্বল করে এবং বর্ব্বরতাকে ত্যাগের ভাবে মহিমান্বিত করিয়া দেখায়।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

স্বীকার।

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার
করিব হে!
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে
বরিব হে।
শুধু আপনার মনে নয়,
আপন ঘরের কোণে নয়,
শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে!
তোমার মহিমা যেথা উজ্জ্বল রহে,

সেই-সন্ধা-মাঝে তোমারে স্বীকার
করিব হে!
দ্যুলোকে ভূলোকে তোমারে হৃদয়ে
বরিব হে!

সকলি তেয়াগি তোমারে স্বীকার
করিব হে!
সকলি গ্রহণ করিয়া তোমারে
বরিব হে!
কেবলি তোমার স্তবে নয়
শুধু সঙ্গীতরবে নয়,
শুধু নির্জ্জনে ধ্যানের আসনে নহে!
তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে
কর্ম্মে সেথায় তোমারে স্বীকার
করিব হে!
প্রিয়-অপ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে
বরিব হে!

জানি না বলিয়া তোমারে স্বীকার
করিব হে!
জানি বলে' নাথ তোমারে জীবনে
বরিব হে!
শুধু জীবনের সুখে নয়,
শুধু প্রফুল্লমুখে নয়,
শুধু সুদিনের সহজ সুযোগে নহে।
দুখশোক যেথা আঁধার করিয়া রহে
নত হ'য়ে সেথা তোমারে স্বীকার
করিব হে!
নয়নের জলে তোমারে হৃদয়ে
বরিব হে!